মাহে রমাদানের প্রস্তুতি ১৯

১। নিয়্যাতের মধ্যে পরিশুদ্ধি আনতে হবে ১৯
২। যথার্থ মূল্যায়নের জন্য প্রস্তুতি নেয়া ২০
৩। শাবান মাসে অধিক হারে সিয়াম পালন করা.................... ২০
৪। রমাদান সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সঠিক জ্ঞানার্জনের চেষ্টা করা ২০
৫। কুরআন সম্পর্কীয় প্রস্তুতি ২০
৬। ফরয ইবাদাতে বিশেষ মনোযোগী হওয়া........................... ২১
৭। অনুতাপ ও ক্ষমা প্রার্থনা ২১
৮। দৈনন্দিন সালাতে পঠিত সূরাগুলো বারবার পাঠ করা........... ২১
৯। সাংসারিক কাজের ব্যস্ততা কমিয়ে আনা............................. ২১
১০। যাকাত আদায়ে তৎপর হওয়া.. ২১
১১। সিলেবাস ঠিক করা ২১
১২। দু'আ ও যিক্‌র ২১
১৩। আমলের ত্রুটি খুঁজে বের করা... ২১
১৪। হারাম কাজ বর্জনের সিদ্ধান্ত ২২
১৫। শারীরিক সুস্থতা রক্ষা করা ২২
১৬। সাধারণ দান সাদাকাহ্‌র প্রস্তুতি ২২
১৭। সাহ্‌রীর খাবারকে কল্যাণ ও বরকতের খাবার মনে করা ২২
১৮। সঠিক সময়ে ইফতার করার সিদ্ধান্ত ২২
১৯। লাইলাতুল ক্বাদ্‌রের ইবাদাতের প্রস্তুতি ২২
২০। উমরাহ পালন ২২
২১। আল্লাহ্‌র সাহায্য চাওয়া ২৩
২২। সন্তানদেরকে সিয়াম পালনে উৎসাহ দান ২৩
২৩। মাসজিদে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায়ের প্রস্তুতি ২৩
২৪। সারা বছরের জন্য সিয়াম পালনের প্রতিজ্ঞা ২৩
২৫। ফরয কাযা সিয়াম পালন করা ২৩
২৬। আগত রমাদানকে জীবনের শেষ রমাদান হিসেবে নেয়া ২৩
২৭। আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী ও বন্ধু-বান্ধবদের সচেতন করা.... ২৩
২৮। অর্থনৈতিক প্রস্তুতি গ্রহণ ২৩
২৯। সিয়াম পালনকারীদের ইফতার করানোর জন্য মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ ২৩

CS Scanned with CamScanner

রমাদান মাসের বিশেষ আমলসমূহ.................................... **২৪**

১। চাঁদ দেখা ২৪

২। সিয়াম পালন করা ২৫

৩। সালাতুত তারাবীহ্ পড়া ৩২

৪। ইফতার করা এবং ইফতার করানো ৩৫

৫। সাহ্‌রী খাওয়া ৩৬

৬। বেশি বেশি কুরআন তিলাওয়াত করা ও এর মর্ম উপলব্ধি করা ৩৮

৭। বেশি বেশি দু'আ ও কান্নাকাটি করা ৪১

৮। বেশি বেশি দান-সাদাকাহ্ করা ৪৪

৯। উত্তম চরিত্র গঠনের অনুশীলন করা ৪৬

১০। যাকাত প্রদান করা ৪৯

১১। ইতিকাফ করা.. ৫৩

১২। রমাদানের শেষ দশ রাতে বিশেষভাবে ইবাদাতে নিমগ্ন থাকা ৫৪

১৩। লাইলাতুল ক্বাদ্‌র তালাশ করা.................................... ৫৪

১৪। উমরাহ পালন করা... ৫৭

১৫। মিস্‌ওয়াক করা.. ৫৮

১৬। সাদাকাতুল ফিত্‌র আদায় করা ৫৯

১৭। কল্যাণকর কাজ বেশি বেশি করা এবং পাপাচার ও ....
অকল্যাণকর কাজ ত্যাগ করা ৫৯

১৮। তাকওয়া অর্জনের অনুশীলন করা.................................. ৬১

১৯। সাধারণ আমলগুলো আরও গুরুত্বের সাথে করা ৬৫

চরম গরমে মু'মিনের (সিয়াম পালনকারীর) করণীয় ৭২

ঋতু নিয়ে চিন্তা করা : ৭২

নফল সিয়াম পালন করা ৭৪

অতিরিক্ত গরমে যোহরের সালাত একটু দেরি করে পড়া...... ৭৪

পানি পান করানো.. ৭৪

গরমকে গালি না দেয়া.. ৭৬

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা ৭৬

রাস্তার পাশের ছায়াদার গাছের ডাল না কাটা......................... ৭৬

অতিবৃষ্টির সময়ে মু’মিনের (সিয়াম পালনকারীর) করণীয়.. ৭৭
- ১. বিশেষ দু‘আ করা ৭৭
- ২. বৃষ্টির আগে বা পরে ঝড়ো হাওয়ায় ভীত হওয়া........ ৭৭
- ৩. বৃষ্টি বন্ধের পর দু‘আ করা ৭৮
- ৪. বৃষ্টির পানি গায়ে লাগানো........ ৭৮
- ৫. আল্লাহ্‌র কাছে দু‘আ করা........ ৭৮
- ৬. মেঘের গর্জনে পঠিত দু‘আ ৭৮
- ৭. বায়ুকে গালি দেয়া নিষেধ........ ৭৮

রমাদানে মু’মিনের বর্জনীয় ৭৯
- ১. মিথ্যা বলা ও সে অনুযায়ী আমল করা ৭৯
- ২. অশ্লীল কথা বলা, শোরগোল ও চেঁচামেচি করা ৮০
- ৩. গীবত করা ৮০
- ৪. চোগলখুরী করা ৮০
- ৫. অশ্লীল ছবি ও নাটক দেখা ৮১
- ৬. অশ্লীল গান বাজনা শুনা........ ৮১
- ৭. রিয়া বা লোক দেখানো ইবাদাত করা........ ৮১
- ৮. অন্তরে হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করা........ ৮১
- ৯. অহংকার ও আত্মম্ভরিতা লালন করা........ ৮২
- ১০. কৃপণতা করা ৮২
- ১১. অপচয় ও অপব্যয় করা ৮২
- ১২. সাহ্‌রী না খাওয়া........ ৮৩
- ১৩. বিলম্বে ইফতার করা........ ৮৩
- ১৪. সুদ, ঘুষ, জুয়া ও অপসংস্কৃতির মাধ্যমে উপার্জন ৮৩
- ১৫. প্রতারণা, ওযনে কম দেয়া ও ভেজাল মিশানো ৮৩
- ১৬. কৃত্রিম সংকট তৈরী করা ৮৩
- ১৭. জামা‘আতের সাথে সালাত আদায়ে অলসতা করা ৮৪
- ১৮. সামান্য অজুহাত বের করে সিয়াম ত্যাগ করা........ ৮৪
- ১৯. রমাদানের শেষ দশদিন কেনাকাটাসহ বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত থাকা... ৮৫

রমাদান পরবর্তী মু'মিনের ভাবনা (স্মৃতিচারণ) ৮৫

রমাদান পরবর্তী সময়ে মু'মিনের আমল : ৮৬

১. আল্লাহ তা'আলার দরবারে সিয়াম সাধনা কবুলের বিনীত আকুতি ....

২. বেশি পরিমাণে শুকরিয়া আদায় ও ইস্তিগফার করা ৮৬

৩. আত্মপর্যালোচনা ৮৬

৪. দ্বীনের উপর অবিচল থাকা.. ৮৬

৫. শয়তানের ষড়যন্ত্র ও প্রতারণা থেকে সর্বোচ্চ সাবধানতা অবলম্বন ৮৭

৬. আল্লাহ্‌র নাফরমানির পথে প্রত্যাবর্তনের ব্যাপারে সতর্ক থাকা. ৮৭

৭. সৎকাজের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা এবং মন্দ কাজগুলো পরিহার করার অভ্যাস অব্যাহত রাখা..................................... ৮৭

৮. মাসনুন দু'আগুলো চর্চা করা.. ৮৮

৯. সালাতুত তারাবীহ্‌ হলো মুমিনের তাহাজ্জুদ ৮৮

১০. নিয়মিত কুরআন অধ্যয়ন করা....................................... ৮৮

১১. ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়ন করা ৮৮

১২. দ্বীনী দাওয়াত সম্প্রসারণের চেষ্টা করা.............................. ৮৮

১৩. নম্রতা ও বিনয় অবলম্বন ৮৮

রমাদান মাসের ফাযিলাত ও মর্যাদা

রহমত, বরকত মাগফিরাত ও নাযাতের সওগাত বহন করে, আত্মশুদ্ধির লক্ষ্যে ইবাদাতের বিভিন্ন পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ার পসরা নিয়ে প্রতি বছর মুসলিম বিশ্বে হাযির হয় বছরের শ্রেষ্ঠতম মাস রমাদান। আল্লাহ সুব্হানাহু ওয়া তা'আলা মুসলিম জাতিকে শুধু আশরাফুল মাখলুকাত করেই সম্মানিত করেননি, বরং শ্রেষ্ঠতম জাতি-উত্তম জাতি, শ্রেষ্ঠতম নাবী- হযরত মুহাম্মাদ (সা.), শ্রেষ্ঠতম কিতাব- আল কুরআন এবং শ্রেষ্ঠতম মাস-রমাদান দানে ধন্য ও সৌভাগ্যবান করেছেন। তাই রমাদান মাস মুসলিম বিশ্বের জন্য অতি নিয়ামতে পরিপূর্ণ একটি বরকতময় ও মর্যাদাপূর্ণ মাস। এ মাস এমন এক অতিথি যার আগমনে সাড়া পড়ে যায় সারা বিশ্বে, আনন্দের বন্যা বয়ে যায় সৃষ্টিকূলে, আসমান ও জমিনে। এ মাস এমন একটি প্রশিক্ষণের মাস যা মানুষের মনের কলুষতা দমন ও কুপ্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণের সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়। এ মাসেই রয়েছে এমন একটি রাত (লাইলাতুল ক্বাদ্‌র) যা হাজার মাস থেকেও শ্রেষ্ঠ। মানব জাতির হিদায়াত গ্রন্থ বিশ্বমানবতার চূড়ান্ত সংবিধান আল-কুরআন এ মাসেই অবতীর্ণ হয়েছে।

রমাদানের পরিচয়

আরবী নবম মাস রমাদান। رَمَضَانُ শব্দটি رَمْضٌ মূল শব্দ থেকে নির্গত। যার অর্থ জ্বলে যাওয়া, পুড়ে যাওয়া, প্রখর, তীক্ষ্ণ, আগুনে ঝলসানো। সুতরাং অধিক জ্বলেপুড়ে ভস্মীভূত হওয়াকে রমাদান رَمَضَان বলা হয়। একমাস বিরামহীন সিয়াম সাধনার ফলে মুমিনের জৈব প্রবৃত্তিকে জ্বালিয়ে দুর্বল করে ফেলা হয় বলে, এ মাসটিকে বলা হয়েছে রমাদান।

নিম্নে রমাদান সম্পর্কীয় কুরআন ও হাদীসের বর্ণনাগুলো উল্লেখ করা হলো-

১। সিয়াম সাধনার মাস

এ মাসে সিয়াম পালন করা ফরয করা হয়েছে। ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে সিয়াম পালন অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে–

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ۔

৫। ‘হাজার মাসের চেয়ে উত্তম রাত’ বিশিষ্ট মাস :

হাজার মাস থেকে উত্তম “লাইলাতুল ক্বাদ্‌র” এ রমাদান মাসেই রয়েছে।

লাইলাতুল ক্বাদর বা ক্বাদরের রাত হচ্ছে সে রাত, যে রাতে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তাকদীরের ফয়সালা জারি ও কার্যকর করার নির্দেশ প্রদান করেন। এ রাত অত্যন্ত মাহাত্ম্যপূর্ণ, মর্যাদাশীল ও সম্মানিত। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ঘোষণা করেছেন-

لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ ۔

অর্থ : “মহিমান্বিত রজনী সহস্র মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ” [সূরা ক্বাদ্‌র-৩]

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেছেন-

فِيْهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حُرِمَ ۔

অর্থ : “এ মাসে আল্লাহ্ কর্তৃক একটি রাত প্রদত্ত হয়েছে। যা হাজার মাস হতে উত্তম। যে এর কল্যাণ হতে বঞ্চিত হল, সে বঞ্চিত হল (মহা কল্যাণ হতে)”। [সুনানু তিরমিযি]

৬। দু‘আ কবুলের মাস :

এ মুবারাক মাসে দু‘আ কবুল হয়। সিয়াম অবস্থায় দু‘আ করলে সে দু‘আ ফেরত দেয়া হয় না। আনাস বিন মালিক (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন–

ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ لَا تُرَدُّ دَعْوَةُ الْوَالِدِ وَدَعْوَةُ الصَّائِمِ وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ ۔

অর্থ : তিন ব্যক্তির দু‘আ ফেরত দেয়া হয় না। যথা : সন্তানের জন্য পিতার দু‘আ, সিয়াম পালনকারীর দু‘আ এবং মুসাফিরের দু‘আ।” [সিলসিলা সহীহাহ্]

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আরও ইরশাদ করেছেন-

إِنَّ لِلّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى عُتَقَاءَ فِيْ كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَإِنَّهُ لِكُلِّ مُسْلِمٍ فِيْ كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ دَعْوَةً مُسْتَجَابَةً.

অর্থ : “রমাদানের প্রতি দিবসে ও রাতে আল্লাহ্ তা‘আলা অনেককে মুক্ত করে দেন। প্রতি রাতে ও দিবসে প্রতি মুসলিমের দু‘আ কবুল করা হয়।” [সহীহ্ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব]

৭। এ মাস জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভের মাস :

খোশ আমদেদ

মাহে রমাদানের প্রস্তুতি ও আমল

করণীয় ও বর্জনীয়

অধ্যাপক বেগম সাঈদা আখতার

আহসান পাবলিকেশন
কাটাবন ❖বাংলাবাজার ❖মগবাজার

সূচিপত্র

দুটি কথা ৯

রমাদান মাসের ফাযিলাত ও মর্যাদা

রমাদানের পরিচয় ১৩
১ । সিয়াম সাধনার মাস.................................... ১৩
২ । কুরআন নাযিলের মাস ১৪
৩ । আসমানি কিতাবসমূহ নাযিলের মাস ১৪
৪ । জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে রাখা এবং জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করার মাস ১৪
৫ । 'হাজার মাসের চেয়ে উত্তম রাত' বিশিষ্ট মাস ১৫
৬ । দু'আ কবুলের মাস ১৫
৭ । এ মাস জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভের মাস.................................... ১৫
৮ । সৎকর্মের প্রতিদান বৃদ্ধির মাস.................................... ১৬
৯ । অতীতের গুনাহসমূহ মাফের মাস.................................... ১৬
১০ । এ মাস ক্ষমা লাভের মাস ১৭
১১ । সালাতুত তারাবীহ্ আদায়ের মাস.................................... ১৭
১২ । হাজ্জ আদায়ের সমান সাওয়াবের মাস ১৭
১৩ । তাকওয়ার গুণ অর্জনের মাস ১৭
১৪ । আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের মাস.................................... ১৭
১৫ । রমাদান মাস সবরের মাস.................................... ১৮
১৬ । রিয্ক বৃদ্ধির মাস.................................... ১৮
১৭ । এ মাস প্রশিক্ষণের মাস ১৮
১৮ । ধনী-দরিদ্রের মধ্যে সেতু বন্ধনের মাস.................................... ১৮
১৯ । জিবরিল ও ফেরেশতাগণের অবতরণের মাস.................................... ১৮
২০ । পরিপূর্ণ মুসলিম হওয়ার মাস.................................... ১৮
২১ । রহমত বিতরণের রাতের মাস ১৮